গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির

(এ. পি. ডি. আর)

-ঃ তদন্ত রিপোর্ট ঃ-

ভিলাইয়ে শ্রমিক হত্যা

(১লা জুলাই, ১৯৯২)

Report on Bhilai Firing on July 1992

প্রকাশক ঃ
বীরেন রায়
সভাপতি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
১৮, মদন বড়াল লেন
কলি-১২

মুদ্রক ঃ
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি, রাজা লেন
কলি-৯

প্রকাশকাল ঃ
২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

দাম ঃ দুই টাকা মাত্র

ভূমিকা ঃ

১. বিগত ২ বছর ধরে মধ্যপ্রদেশের ভিলাই ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের ২৫ হাজারেরও বেশী অসংগঠিত শ্রমিক ন্যূনতম মজুরী, স্থায়ী শিল্পে স্থায়ী নিয়োগ, ট্রেড-ইউনিয়ন করার অধিকার, শ্রম-আইন চালু করা প্রভৃতি দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। কারখানাগুলিতে স্থায়ীভাবে কাজ হলেও শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ শ্রমিক এখানে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে। এরা কেউই শ্রম-আইন মানে না। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলে শ্রমিকদের ছাঁটাই হ'তে হয়। মালিকদের পেটোয়া ইউনিয়নের বাইরে নতুনভাবে ট্রেডইউনিয়ন করার অধিকার পর্যন্ত মালিকরা মেনে নেয় না। কাজের সময় দুর্ঘটনা ঘটলে, শ্রমিকদের কোন আইনানুগ সুবিধা দেওয়া হয় না। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু প্রায়ই ঘটে। কিন্তু মালিকরা সমস্ত সাক্ষীসাবুদ গায়েব করে সেগুলিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়।

২. এই শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে শঙ্কর গুহনিয়োগীর ও ছত্রিশ গড় মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে শ্রমিকরা সংগঠিত হন। তাদের উপর নানা কায়দায় রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলতে থাকে।

৩. ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৯১ ঃ শঙ্কর গুহনিয়োগীকে হত্যা করা হয়। তবুও শ্রমিকরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ সরকার উক্ত আইনসম্মত ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করে।

৪. এরকম এক অবস্থায় ছত্তিশগড়ের শ্রমিক-কৃষক ও খেটেখাওয়া মানুষের সংগঠন ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীগুলি আদায়ের জন্য এক বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করে। ছত্রিশগড় মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবার ১লা জুলাই ভিলাই রেল স্টেশন অবরোধ করেন। কয়েক ঘন্টা শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ চললেও সরকার পক্ষ থেকে কোন রকম আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। পরিবর্তে জালিয়ানওয়ালাবাগ, আরওয়ালের মত এখানেও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তিনদিক থেকে অবরোধকারীদের ঘিরে ধরে অবিরত গুলি বর্ষণ শুরু করে। ফলে ১৫ জন শ্রমিক শহীদ হন। ৬৫ জন শ্রমিক আহত হন। শুধু তাই নয়, ভিলাই শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সি এম এম-র অফিসে পুলিশ তালা ঝুলিয়ে দেয়, ১৪৪ ধারা জারী করে ও কয়েক সপ্তাহ ধরে কারফিউ জারী করে। নেতৃত্বের কয়েকজনকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

৫. বিভিন্ন মহল থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর-র কাছে এই "বর্বরোচিত" ঘটনার তদন্তের জন্য তথ্যানুসন্ধানী

দল প্রেরণের অনুরোধ আসে। সেইমত গত ৫ই জুলাই থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত পাঁচ সদস্যাবিশিষ্ট এ পি ডি আর-র এক তথ্যানুসন্ধানী দল ভিলাই ও রায়পুর পরিদর্শন করে। তাঁরা ভিলাই পাওয়ার হাউস স্টেশনের পাশে এ, আই, টি, ইউ, সি রাজ্য অফিস, ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত ভারতীয় মজদুর সংঘ, জনতা দলের নেতা, ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার আহত নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের সাথে, স্থানীয় ব্যাপক মানুষ এবং গ্রামবাসীদের সাথে, দুর্গ ও ভিলাই প্ল্যান্ট হাসপাতালে আহতদের সাথে, মৃত ব্যক্তিদের পরিবারদের সাথে, হাসপাতালের ডাক্তার সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন, এছাড়া রেলওয়ে জি, আর, পি অফিস, দুর্গ-এর পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট, কালেকটার, সরকারী শ্রম কমিশনার, জামুল থানার কর্তব্যরত অফিসার এবং হাসপাতালে শায়িত আহত পুলিশ কনেস্টবল-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। তদন্তকারী দল হাউসিং বোর্ড কলোনী, জামুল, ছাউনি, ঘাসিদাসনগর, হুডকো, প্রভৃতি এলাকা এবং গ্রামাঞ্চলে পরিদর্শন করেন। পুলিশ কর্তৃক মুক্তি মোর্চার অফিস গুলির উপর লুঠতরাজ এবং আক্রমণের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

৬. তদন্তকারী দল লক্ষ্য করেন যে, ১লা জুলাই ঘটনার পরেও সারা ভিলাই জুড়ে ব্যাপক সময় ধরে কার্ফু বলবৎ ছিলো এবং ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিলো। ছত্তিশ গড় মুক্তি মোর্চার অফিসগুলি আক্রমণ এবং তাদের সমর্থকদের গ্রেপ্তার শুধুমাত্র পুলিশের লক্ষ্যবস্তু ছিল না —ব্যাপক অঞ্চলের সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য তারা নির্বিচারে জনসাধারণের উপর আক্রমণ হেনেছিলো। এমনকি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন পি. ইউ. সি. এলের নেতা রাজেন্দ্র সইলকে ১লা জুলাই হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তদন্ত চলাকালে তাকে ছাড়া হয়নি। তদন্তকারী দল বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে রাজেন্দ্র সইলকে বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে জামিন দিতে চাওয়া হয়, যদিও শ্রী সইল তা প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয় অনুসন্ধান চলাকালীন এ. পি. ডি. আর টিমকে তদন্তের কার্য্যে বাধা দেওয়া হয় এবং শহীদ হাসপাতালের ডাক্তার যিনি সেই সময় জামুল থানা অঞ্চলে কর্তব্যরত ছিলেন, তাকে এবং এ. পি. ডি. আরের তদন্তকারী দলকে জামুল থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। তদন্তকারী দলের কাছে মনে হয়েছে এ ধরনের কার্য্যকলাপ সন্ত্রাসের রাজ কায়েমের উদ্দেশ্যেই করা হয়।

প্রেক্ষাপট :

৭. পূর্বতম সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যৌথ উদ্যোগে ১৯৫৮ সালে ভিল্যাই ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। একে কেন্দ্র করে ভিলাই

শিল্পাঞ্চলে অন্যান্য অনেক সহায়ক শিল্প গড়ে ওঠে। এই শিল্প সংস্থাগুলির মালিক হলেন, সিমপ্লেক্স গোষ্ঠির শাহ পরিবার, ভিলাই ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের জৈন পরিবার, ছত্তিশগড় ডিস্টিলারীর কেডিয়া পরিবার প্রভৃতি। দীর্ঘদিন ধরে এই সব শিল্পপতিরা বর্বরোচিত নিপীড়ন শোষণ চালিয়ে আসছে। কথায় কথায় ছাঁটাই, এমন কি নূ্যনতম শ্রম আইন মেনে চলেন না। যেখানে মধ্যপ্রদেশে সরকারের ঘোষিত নূ্যনতম মজুরী ২১·৮০ টা যেখানে ভিলায়ের প্রতিটি কারখানায় ১০টাঃ, ১৩টাঃ, ১৮টাঃ এইভাবে মজুরী দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভিলাই ষ্টিল প্ল্যাণ্টে অদক্ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ৭২ টাঃ। আবার ঠিকাশ্রমিক আইনে স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র সিমপ্লেক্স শিল্পগোষ্ঠী তিনটি জেলায় সাতটি ইঞ্জিনিয়ার ও ঢালাই কারখানা চালাচ্ছে প্রায় ২০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১০৫ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং বাদবাকি ১৮৯৫ জন অস্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক। এদের সরকার নির্ধারিত নূ্যনতম মজুরী কোন শিল্পপতি দেন না। এভাবে প্রায় ৯০/৯৫ ভাগ শ্রমিক অস্থায়ী। এদের স্থায়ীকরণের দাবী নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অপরাধে চলে ব্যাপক ছাটাই। বর্তমানে এই শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৪২০০ শ্রমিককে ছাটাই করা হয়েছে। তারপরে আছে পোষা সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী। প্রতিবাদ দেখলেই গুণ্ডা বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। ৮০-র দশকের গোড়ার দিকে সি. আই. টি. ইউ একবার সিমপ্লেক্স ইউনিয়ন তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাদের সংগঠক পি. কে. মৈত্রকে কারখানার ভিতর বোমা ফাটানোর এক মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়ায় ইউনিয়ন গড়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। এরপর আছে সরকারী এবং পুলিশ বাহিনীর সরাসরি মদত। এই শোষণ অত্যাচারে বিরুদ্ধে বেশ কয়েক বছর ধরে ছত্তিশ গড়ের অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত শঙ্কর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চা ভিলাইয়ে ৫০টি শিল্প সংস্থায় ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। প্রগতিশীল সিমেণ্ট শ্রমিক সংঘ, ছত্তিশ গড় কেমিক্যালস মিল মজদুর সংঘ, প্রগতিশীল ইঞ্জিনিয়ারং শ্রমিক সংঘ, প্রগতিশীল ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি শিল্প ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠে। গত ২০ মাস ধরে শিল্প নগরী ভিলাই, উড়লা (রায়পুর) কুমহারা মহাসমন্দ, বীরগাহন টেড়েসা (রাজনন্দগাঁও), প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে ২৫ হাজারের বেশী অসংগঠিত শ্রমিকরা, তাদের নূ্যনতম ৯ দফা দাবী নিয়ে মূলতঃ যা ছিলো, নূ্যনতম মজুরী, স্থায়ী শিল্পে স্থায়ী নিয়োগ, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, আন্দোলন করার

জন্য ব্যাপক ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল এবং শ্রম আইন চালু করার দাবী নিয়ে ছত্তিশ গড় যুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে আন্দোলন করে আসছিলেন। ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে মালিকদের কাছে দাবী পত্র পেশ করা হয়।

৮. কিন্তু মালিকপক্ষ শংকর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে কোন ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করতে রাজি হন না এবং সমান্তরালভাবে চলতে থাকে ছাঁটাই এবং নির্যাতন ; প্রশাসন মালিকপক্ষ অবলম্বন করে। শুরু হয় পুলিশী অত্যাচার, মিথ্যা মামলায় হয়রানি এবং গুন্ডা বাহিনীর আক্রমণ। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে শংকর গুহ নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ছ মাসের পর তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তাঁকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। উচ্চ আদালতের রায়ে এ আদেশ বাতিল হয়ে যায়। তখন মালিকপক্ষের নতুন আক্রমণ সরাসরি নেমে আসে শংকর গুহ নিয়োগীর উপর। ২৮শে সেপ্টেম্বর ৯১, গভীর রাত্রে পুঁজিপতিদের ভাড়াটে গুন্ডারা শংকর গুহ নিয়োগীকে হত্যা করে।

৯. এভাবে তারা শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইলেও আন্দোলন থেমে থাকেনি। বরং তারা প্রয়াত নেতার হত্যাকারী ও মদতদাতা মালিকদের গ্রেপ্তারের দাবীটি তাদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে সংযোজিত করে দৃঢ় মনোভাব সহকারে আন্দোলনে সামিল হন। প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক ৩০টি দলে ভাগ হয়ে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচারে নেমে পড়েন। গত ১৫ই নভেম্বর নেহেরুনগর ঘেরাও, ২০শে নভেঃ জেল ভরো আন্দোলন, ২৮শে ডিসেম্বর বি জে পি নেতা যোশীর "একতা যাত্রা" রোখো এবং শেষ পর্যন্ত ২৫শে মে ভিলাই অবরোধের ডাক দেয়। কিন্তু শিল্পমন্ত্রী কৈলাশ যোশীর হস্তক্ষেপ এবং অবিলম্বে দাবীর ফয়সালার আশ্বাসে শেষ মুহূর্তে বহু কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেন ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার নেতৃবৃন্দ, যা নেতৃত্বের দায়িত্বজ্ঞান এবং অসীম সংযমের পরিচায়ক বলে তদন্তকারী দল মনে করেন। যোশী ১৫।২০ দিনের মধ্যে তাদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে ফয়সালার আশ্বাস দেন এবং ইন্দোরে দফায় দফায় আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু ১১ই জুনের মধ্যে এসে আলোচনা থমকে দাঁড়িয়ে যায়, যখন ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনবহালের বিষয়টি সামনে আসে। ৪২০০জন ছাঁটাই শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৫০০-৬০০ শ্রমিককে অস্থায়ীভাবে নেওয়া হবে, এই মর্মে প্রস্তাব দিলে মুক্তি মোর্চা নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১০. কিন্তু প্রশাসন ও মালিকপক্ষ এই দাবীটি বাদ দিয়ে অন্যান্যগুলি মেনে নিতে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু মোর্চার নেতৃবৃন্দ তা অস্বীকার করেন। মোর্চার নেতা জনকলাল ঠাকুর পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, যেহেতু এই দাবীটি ছাড়া অন্যান্যগুলি শ্রমিকদের সুযোগ-

সুবিধা বিষয়ক, এখন যদি ব্যাপক শ্রমিকরা ছাঁটাই হয়ে কারখানার বাইরে থাকে তবে সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এটা মানা সম্ভব নয়। এর পর শিল্পপতিরা ১৩ই জুন থেকে ৭ দিন সময় চায়। কিন্তু কোন আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ২৫শে জুন থেকে মুক্তি মোর্চার কর্মীরা যাঁরা এতদিন ভিলাই শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলেন বিভিন্ন ক্যাম্পে কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা পাওয়ার হাউস স্টেশনের পাশে সেক্টর ময়দানে অবস্থান শুরু করেন।

১১. ২৯শে জুন, ম্যানেজমেন্ট লেবার কমিশনার জানান তারা মাত্র ৪০ জনকে পুনর্বহাল করতে পারেন। মুক্তি মোর্চার নেতৃবৃন্দ ৪০ কে কি হিসাবে বেছে নিচ্ছে সেটি জানতে চাইলে ম্যানেজমেণ্ট প্রতিনিধি ফোন করার অজুহাতে মিটিং ছেড়ে চলে যান। ৩০ তারিখে লেবার কমিশনার এবং এস-পি দুর্গ, বার বার তাদের প্রতিনিধিকে মিটিং-এ আসতে অনুরোধ করলে ম্যানেজমেণ্টের বা শিল্পপতিরা কোন প্রতিনিধি পাঠায় নি। ফলে সমস্ত আলোচনার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তি মোর্চার কাছে তাদের নির্ধারিত কর্মসূচী অর্থাৎ রেল অবরোধের বিকল্প কোন পথই আর খোলা ছিল না।

১লা জুলাই এবং তার পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দিনগুলি ঃ

১২. ঘটনাস্থল ঃ ভিলাই পাওয়ার হাউস স্টেশন, হাওড়া-বম্বে রেলপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। স্টেশনের অদূরে ছাউনি পুলিশ স্টেশন। লাইনের একপাশে গুরুত্বপূর্ণ **G. E. Road**, অন্য দিকে বিরাট মার্কেট, সিনেমা হল। স্বভাবতই খুব জমজমাট, জনবহুল এলাকা। প্রায় হাজার পাঁচেক শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবার (ভিলাই-এর ৩৫টি কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ) যারা এতদিন সেক্টর ১ ময়দান অবস্থান করছিলেন, ১লা জুলাই সকাল ৯টার সময় রেল লাইনের উপর এসে বসে পড়েন এবং নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী অবস্থান শুরু করেন। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার অধ্যক্ষ জনকলাল ঠাকুর, ভীমরাজ বাগড়ে, অনুপ সিং, শৈবাল জানা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিলেন, শ্লোগান এবং ছত্তিশগড়ী ভাষায় গান গাইছিলেন বলে প্রত্যক্ষ-দর্শীরা এ. পি. ডি. আরের তদন্তকারী দলকে জানান এবং আরো জানান যে, তাঁরা বরাবরই শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান চালাচ্ছিলেন।

১৩. দুপুর দুটো নাগাদ দুর্গের পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট এবং কালেক্টর বিশ মিনিটের মধ্যে রেললাইন অবরোধ তুলে নিতে বলেন এবং হুঁশিয়ারি দেন তুলে না নিলে তারা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। এরপর জনকলাল ঠাকুর এবং অনুপ সিংকে আলোচনার

জন্য ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু জনকলাল তাদের জানান যখন ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে এন. আর. ঘোষাল, ডঃ শৈবাল জানা, ঘেষদাস বৈপ্লব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন তাঁরা আলোচনায় অংশ নিক এবং সাথে সাথে তিনি দাবী করেন যে আলোচনার টেবিলে শিল্পপতিদের আসতে হবে। তখন তারা আর আগ্রহ দেখায় নি। আসলে আলোচনার অছিলায় জনকলাল ঠাকুর এবং অনুপ সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলো, মোর্চার নেতৃবৃন্দের ধারণা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই সময় হাজার তিনেক স্থানীয় মানুষ রেল লাইনের দু-পাশে জড়ো হয়েছিলেন এবং তাঁরা সকাল থেকে অবস্থানকারীদের লক্ষ্য করছিলেন। ঠিক বিকেল ৪টে নাগাদ পুলিশ অবস্থানকারীদের উদ্দেশ্যে কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। তখন শ্রমিকেরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে অবস্থান চালাতে থাকে। শুরু হয় জোর বৃষ্টি। স্বভাবতঃ কাঁদানে গ্যাসের কার্যকারিতা হারিয়ে যায়। তখন পুলিশ নিজেই পাথর ছুঁড়তে থাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা এ. পি. ডি. আর দলকে জানান। তাঁরা এও জানান যে, জামুল থানার ও সি সালাম নিজেই পাথর ছোঁড়ে। ফলে ছত্তিশগড় কেমিক্যালস মিলস মজদুর সংঘের আহত অধ্যক্ষ ভীমরাজ বাগড়ে মাথায় গুরুত্বর চোট পান। ভীমরাজ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গেলে পুলিশ তাকে লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। অন্যান্য শ্রমিকেরা ভীমরাজকে তুলে নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু অবরোধ হটে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, লাইনের দুপাশে জড়ো হওয়া মানুষ পুলিশের এই অমানবিক আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে, পুলিশ লাঠি নিয়ে ঐ স্থানীয় মানুষদের উপর আক্রমণ চালায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এর কয়েক মাস আগে, রেল লাইনের দু পাশে ঝুপড়ি ভেঙ্গে ফেলার জন্য পুলিশের সাথে স্থানীয় মানুষের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিলো। এবারো পুলিশের আচরণে স্থানীয় মানুষের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। এই সময় একটি সরকারী বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং জনৈক টি. কে সিং নামে পুলিশ মারা যায়। এ. পি. ডি. আরের তদন্তকারী দলকে স্থানীয় মানুষ জানান যে, মালিকদের ভাড়া করা কিছু সমাজবিরোধী ঐ সময় ঐ অঞ্চলে ছিলো এবং তারা প্ররোচনা সৃষ্টি করার জন্যই বাসে আগুন দেয়।

১৪. দুর্গ হসপিটালে শায়িত আহত পুলিশ কনস্টেবল এবং প্রত্যক্ষ দর্শীরা তদন্তকারী দলকে জানান যে স্থানীয় লোকের সাথে এই খণ্ড যুদ্ধ চলাকালীন কিন্তু মোর্চার লোকেরা সংযত এবং শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান চালিয়ে যান। এদিকে প্রবল বর্ষনে লাইনের পাশে খাদে এক

হাঁটু জল জমে যায়। ঠিক ৬টার সময় সমস্ত এলাকাটি বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে এবং বিনা প্ররোচনায় পুলিশ হঠাৎই এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ গুলি চালাতে আরম্ভ করলে জনক লাল ঠাকুরের নির্দেশে শ্রমিকেরা লাইন থেকে উঠে পাশে বসন্ত টকিজের দিকে যেতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশ তাদের ঘিরে লাঠি চার্জ করে এবং গুলি চালাতে থাকে। এমনিতে শান্তিপ্রিয় মুক্তি মোর্চার মেয়েরা ঐ সমাবেশে তাদের বাচ্চা ছেলে মেয়ে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। পুলিশের এই আকস্মিক প্ররোচনাহীন আক্রমণে তারা হতচকিত হয়ে পড়েন এবং পালাতে থাকেন। কিন্তু দু পাশে জল জমার জন্য তাঁরা বেশী দূর এগোতে পারেন নি। অনেকেই জলের মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে যান। কিন্তু পুলিশের তাণ্ডব সারা এলাকায় প্রায় এক কিলো মিটার ব্যাসার্দ্ধ জুড়ে চলতে থাকে, ফলে রেল লাইন থেকে এক কিলো মিটার দূরে বিজয় টকিজের কাছে একটি সেলুনের মালিক মধুকর নাই দোকান বন্ধ করার মুখে গুলি বিদ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ মারা যান। একজন ট্রাক ড্রাইভার তার কর্মরত অবস্থায় তার গ্যারেজে গুলি বিদ্ধ হন। সিনেমা দেখে ফেরার পথে ১২ বছরের একটি ছেলে, কলেজের ছাত্র, টেম্পো চালকও অবস্থানকারী শ্রমিকদের সাথে পুলিশের নিশানার শিকার হন। প্রশাসনের হিসাবে, একজন পুলিশ সহ ১৭ জন নিহত হন এবং আহতের সংখ্যা শতাধিক। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশী। লাশ পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। মুক্তি মোর্চার নেতৃবৃন্দ দাবী করেছেন যে, যেহেতু ৫০ জনের উপর মানুষ নিখোঁজ অতএব মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। স্থানীয় মানুষের মতে যেভাবে শ্রমিকদের ঘিরে ফেলে গুলি চালনা হয় তা একমাত্র জালিয়ানা-ওয়ালাবাগের সাথে তুলনা চলে। গুলির সাথে সাথে চলে বেদম লাঠি চার্জ। ভিলাই এর তিনটি হাসপাতালে আহতদের রাখা হয়। এ. পি. ডি. আরের তদন্তকারী দল দুর্গ হাসপাতাল, সেক্টর-১ হাসপাতাল এবং প্রাইভেট গায়ত্রী হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় প্রচুর আহত ব্যাক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আহতদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সাথে মুক্তিমোর্চা সদস্যরা ছিল। এদের আঘাতের চিহ্নগুলি পুলিশের নৃশংসতার সাক্ষ্য বহন করে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই লাঠির আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে। বেশ কিছু আহত মহিলা শ্রমিকদের সাথে তদন্তকারী দলের সাক্ষাৎ ঘটে। এদের অভিযোগ, প্রায় দেড়শো জন নারী পুরুষ শ্রমিক একটা গুদামে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। পুলিশ সেখানে ঢুকে বের করে এনে পেটাতে থাকে তাদের। বিসাইনের নামী (সিমপ্লেক্সের ছাঁটাই শ্রমিকের স্ত্রী) একজন

মহিলা শ্রমিক তদন্তকারী দলের কাছে দেখান কিভাবে পুলিশ মেরে তার মুখটি বিকৃত করে দিয়েছে, মুখের মধ্যে লাঠি গুঁজে দিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং তার বুকের ওপর লাঠি দিয়ে রগড়ায়। ৪৫ বছরের বৃদ্ধা তিরত রাতের বাঁ হাতে এবং আরেক জনের ডান পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। পুনৌতি, সুখবতী, কুঁয়ার বাঈ, গুরুতরভাবে লাঠির আঘাতে জখম হয়েছেন। এঁরা সকলে দুর্গ হাসপাতালে শায়িত ছিলেন।

১৫. গুলি চালনার ঘটনার পর থেকে সারা ভিলাই জুড়ে চলতে থাকে পুলিশের উন্মত্ত তাণ্ডব। ভিলাইয়ের ব্যাপক অংশে কার্ফু জারী করা হয়। সমগ্র ভিলাইয়ে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। হুডকো, জামুল, ছাউনি, সারদাপাড়া, সন্তোষীপাড়ার প্রায় প্রতিটি শ্রমিক বস্তিতে ঢুকে মুক্তি মোর্চার শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। প্রচার অভিযান চালনোর জন্য মুক্তি মোর্চা গ্রামাঞ্চলে যেসব ক্যাম্প করেছিলেন সেইগুলি ও মুক্তি মোর্চার অফিসগুলিতে ভাঙ্গচুর লুঠতরাজ তিন-চারদিন ধরে অবাধে চলছে বলে স্থানীয় মানুষ তদন্তকারী দলকে অভিযোগ করেন এবং ভাঙ্গা ক্যাম্প এবং অফিসগুলি দেখান। ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার ও তল্লাসী চলতে থাকে। পুলিশের এই নির্যাতনের হাত থেকে সাধারণ মানুষও রেহাই পাননি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া হাউসিং-এর বাসিন্দারা তাদের পানীয় জলের জন্য পাম্প কর্মী (S. A. D. A. K.) নরসিং বর্মা কে অনুরোধ করলে, তিনি পাম্প চালাবার জন্য রাস্তায় বের হলে পুলিশ তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করতে থাকে। তিনি কার্ফু পাশ দেখালেও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাননি। সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদে স্থানীয় জামুল থানায় গেলে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং হাউসিং বোর্ডের অধিবাসীদের উপর আক্রমণ চালায়। ৬০ বছরের বৃদ্ধা নীলিমা ঘোষ যখন তাঁর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন তখন পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে পাথর ছুঁড়তে থাকে। ফলে নীলিমা ঘোষ গুরুতরভাবে জখম হন। তার স্বামী শ্রী ঘোষ অভিযোগ করে বলেন সেই সময় কার্ফু বলবৎ থাকার জন্য চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে পারেননি। বিনা পয়সায় সিগারেট বিস্কুট পুলিসকে দিতে অস্বীকার করার জন্য দুর্গা প্রসাদ ভাণ্ডার নামে একটি স্টেশনারি দোকানে হামলা চালানো হয়। এমন কি, পুলিশ প্রশাসন চাপ দিয়ে হাসপাতাল থেকে আহত শ্রমিকদের 'রিলিজ' করিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারী দল তদন্ত চলাকালীন এই অভিযোগ পান। ৬ তারিখে সকাল ১১টায় দুর্গ হাসপাতাল থেকে ১৪ জনকে রিলিজ করে "জবানবন্দী" দিতে নিয়ে যাচ্ছি বলে নিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যে

পর্যন্ত তাদের কোর্টে বা কোথাও পাওয়া যায় নি। শেষে সন্ধ্যা ৬টার পর দেখা যায় তাঁরা তখনও থানার বাইরে এক কোণে বসে আছেন। এক গ্লাস খাবার জলও পাননি, অথচ তারা প্রত্যেকে প্রচণ্ড আহত ছিলেন, উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

১৬. ৮ই জুলাই পুলিশ ভিলাই হাসপাতাল থেকে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে গুরুতরভাবে আহত মুক্তি মোর্চা নেতা ভীমরাজ বাগড়েও ছিলেন। তদন্তকারী দল, ক্যালেক্টর, এস. পি. এবং জি. আর. পি এবং জামুল ঝাউনির পুলিশ স্টেশন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জামুল থানার অফিসার এবং জি. আর. পি অফিসার ছাড়া কেউ তদন্তকারী দলের কাছে ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানান নি বা জানাতে অস্বীকার করেন। কালেক্টর সময় দিয়েও কিন্তু দেখা করেন না। এস. পি কোন প্রশ্নের জবাব দেননি এই অজুহাতে যে এই বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এস. পি শ্রী শর্মার কাছে যখন তদন্তকারী দল ২৷৩ তারিখে পুলিশের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি কিছু বলতে নারাজ হোন। তিনি তদন্তের বিচার্য বিষয় জানেন না বলে জানান। অবশ্য তিনি জানান ৬ তারিখ পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৮৯। রায়পুরের অবস্থিত শ্রম দপ্তরের সহকারী শ্রম কমিশনার তদন্তকারী দলের কাছে স্বীকার করেন যে, ১লা জুলাইয়ের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে শ্রম সমস্যা থেকে উদ্ভূত।

তথ্যানুসন্ধানী দলের অভিমত ঃ

১৮. (ক) ১লা জুলাই ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে শ্রম সমস্যা থেকেই উদ্ভূত, এবং এই নিয়ে দীর্ঘদিন টালবাহানা চলছিলো। এমতবস্থায় মুক্তি মোর্চার নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকেরা অসীম সংযমের পরিচয় দিলেও মালিক পক্ষ ছিল অনমনীয় এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ, রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সমস্যার সমাধানের যে ধরনের ভূমিকা প্রয়োজন ছিল তা তারা রাখেন নি এবং এই ঘটনা থেকে তাদের দায় তারা এড়াতে পারেনি। প্রশাসন শিল্পপতিদের আলোচনা টেবিলে আনতে পারেনি, এবং শ্রম আইন ভাঙ্গার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। অথচ ৬ ঘণ্টার জন্য রেল লাইন অবরোধ করার জন্য শ্রমিকদের উপরে গুলি চালাতে কসুর করেনি। ন্যায় সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পরিপন্থী।

(খ) ১লা জুলাই পুলিশ বিনা প্ররোচনায় ও ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালিয়েছে। শুধু মাত্র অবরোধ হটানোই পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল না। ১লা জলাই এর পরবর্তী দিনগুলিতে পুলিশের ভূমিকাই প্রমাণ করে সারা ভিলাই-এর বুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল এবং গণ-আন্দোলন গুলিকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্য এই আক্রমণ করা হয়েছে। এবং এটা পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছে।

(গ) গুলি চালাবার আগে, অবরোধ তুলে নেবার জন্য, সরকারী স্তরে যে ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত ছিল তা করা হয় নি। সকাল থেকে কোন উচ্চপদস্থ লেবার অফিসার বা অধিকর্তা যাননি এবং কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি।

(ঘ) গুলি চালাবার আগে যে ধরনের সতর্কীকরণ এবং নিয়ম বিধি পুলিশের নেওয়া উচিত ছিল তা তারা নেয়নি।

(ঙ) ঘটনা সমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশের গুলি চালাতে হয় এটা সত্য নয়; বরং এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা আক্রমণাত্মক ছিল। অবরোধ হটানোর উদ্দেশ্য গুলি চালানো হয় নি, বরং হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই গুলি চালানো হয়েছিলো এবং পুলিশের লাঠি চালানো ছিল বর্বরোচিত।

(চ) বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে পুলিশের পাথর ছোঁড়া পুলিশের নিয়ম বহির্ভূত এবং অপরাধযোগ্য কাজ বলে তদন্তকারী দল মনে করে।

(ছ) নিহতদের লাশ সনাক্ত করণের জন্য পরিবারবর্গকে জানানো এবং সৎকারের জন্য পরিবারবর্গের হাতে অর্পণ করা, কোনটাই করা হয়নি। সনাক্ত করণের জন্য রেডিও, টিভি ব্যবহার করা, কিছু সময় অপেক্ষা করে জানাবার জন্য আইন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ এক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নি।

(জ) মুক্তি মোর্চার ক্যাম্প এবং অফিস ভাঙ্গচুর ও লুঠ তরাজ, সাধারণ নাগরিকের ওপর আক্রমণ, বাজার দোকান লুটতরাজকারী দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াই হয়নি।

(ঝ) সাধারণ মানুষকে হয়রানি, বে-আইনী গ্রেপ্তার, মানবাধিক সংগঠন নেতাকে বে-আইনী গ্রেপ্তার এবং ১ লক্ষ টাকা জামিন ধার্য করা, তদন্তকারী দলকে হয়রানি এবং কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা, প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্তকারী দলকে সাক্ষাৎকার এবং তদন্ত কার্যে সহযোগিতা না করা-সবই গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে দল মনে করেন।

(ঞ) এই বিশাল হত্যাকাণ্ডের নায়ক যেখানে পুলিশ যেখানে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্নে প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব। শুধু তাই নয়, নিহত পুলিশ অফিসারের জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় অথচ অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মাত্র ২ হাজার টাকা মঞ্জুর যা বৈষম্যমূলক এবং অমানবিক।

এ. পি. ডি. আরের দাবী ঃ

১৯. (১) নিহত ও আহত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
(২) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে ১লা জুলাই এবং তার পরবর্তী ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করাতে হবে।

[তদন্তকারী দলের সদস্যরা হলেন ঃ ডাঃ চন্দনা মিত্র, রুমা নিয়োগী, সীতাংশু চক্রবর্তী, কিরীটি রায় ও গৌতম সেন।]

পরিশিষ্ট 'ক'

১লা জুলাইয়ে যারা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন

১.	কেশব গুপ্তা	এ, সি, সি সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর ড্রাইভার
২.	অসীম দাস	সিম্পলেক্স্-এর শ্রমিক
৩.	কে. এম. প্রদীপ (কুট্টি)	কেডিয়া ডিস্টিলারীর শ্রমিক
৪.	মধুকর চৌধুরী	ক্ষৌরকার
৫.	প্রেম নারায়ণ	ছত্তিশগড় ডিষ্টিলারীর ছাঁটাই শ্রমিক
৬.	যোগা যাদব	রিক্সা চালক
৭.	মনহরণ ভার্মা	সিম্পলেক্স কাষ্টিং এর শ্রমিক
৮.	কিশোরী চৌধুরী	কেডিয়া ডিষ্টিলারীর শ্রমিক
৯.	লক্ষণ ভার্মা	বি, ই, সি-এর শ্রমিক
১০.	পুরনাইক লাল	ছত্তিশগড় ডিষ্টিলারীর ছাঁটাই শ্রমিক
১১.	কুমার ভার্মা	ছত্তিশগড় ডিষ্টিলারীর শ্রমিক
১২.	রামাগনা চৌহান	ট্রাক্টর ট্রলি-চালক
১৩.	ইন্দ্র দেব	কেডিয়া ডিষ্টিলারীর ছাঁটাই শ্রমিক
১৪.	রাম কৃপাল মিশ্র	ঐ
১৫.	হিরাউ রাম	এ, সি, সি, সিমেণ্ট কারখানার শ্রমিক

পরিশিষ্ট 'খ'

আহতদের তালিকা

	নাম	কর্মস্থল
১.	কৈলাশ প্রধান	নাগপুর ইঞ্জিনিয়ারিং
২.	হেমেন্দ্র কুমার	কেডিয়া ডিস্টিলারী
৩.	গোপাল	ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, পুরানো ভিলাই
৪.	গোবিন্দরাম সায়ের	
৫.	রূপলাল	বি, কে, কাষ্টিং
৬.	কেদারনাথ	,,
৭.	টি লোকনাথ	,,
৮.	মহেশ কুমার	সিমপ্লেক্স উদ্যোগ
৯.	হুকুম পটেল	মহেশ্বরী ইনড্রাস্টিজ্
১০.	গোপাল নিষাদ	বি, কে, কাষ্টিং

নাম		কর্মস্থল
১১.	শম্ভু প্রসাদ	কেডিয়া ডিষ্টিলারী
১২.	রবি কুমার	পাওয়ার হাউস, ভিলাই
১৩.	মেহতরু রাম	জয়সয়াল
১৪.	জগদীশ প্রসাদ	এ, সি, সি,
১৫.	জাহুরাম	,,
১৬.	বিনোদ শঙ্কর	বি, ই, সি. ইঞ্জিনিয়ারিং
১৭.	বলবন্ত সিং	বি, কে, ক্যাষ্টিং
১৮.	সিকন্দর	দীপক ফার্টিলাইজার, উরলা
১৯.	চিরথরাম	ভিলাই ওয়ার্কস
২০.	বরাতুরাম	কেডিয়া ডিষ্টিলারী
২১.	রামঅবতার	বি, কে, ইঞ্জিনিয়ারিং
২২.	রজনী কান্ত	সিমপ্লেক্স কাষ্টিং
২৩.	বংশীলাল	বি, ই, সী
২৪.	বুদ্ধুলাল	জয়সয়াল
২৫.	লাল্লণ চৌধুরী	কেডিয়া ডিষ্টিলারী
২৬.	জাকীর আলি	দোকানদার, পাওয়ার হাউস
২৭.	সেলিম	টায়ার দোকানের শ্রমিক
২৮.	তেলৈয়া	বি, ই, সি,
২৯.	সুকবতী	দীপক ফার্টিলাইজার
৩০.	বিসাহীন বাঈ	সিমপ্লেক্স ইউনিট-৩,
৩১.	দেবকী বাঈ	বি, এস, পি,
৩২.	কুয়রবাঈ	দীপক ফার্টিলাইজার
৩৩.	গীতা বাঈ	কেডিয়া ডিষ্টিলারী
৩৪.	পুনৌতি বাঈ	,,
৩৫.	অশোক কুমার	ভিলাই ওয়ার্কস
৩৬.	ভাগবত	সিমপ্লেক্স ক্যাষ্টিং
৩৭.	বিসাউরাম	স্লেকাডাম
৩৮.	দেওয়ার ঠাকুর	
৩৯.	কে, কে, রাও	
৪০.	শ্রীহিত রাম	ছত্রিশগড় ডিষ্টিলারী
৪১.	ইব্রাহিম	বি, কে, ক্যাষ্টিং
৪২.	রমেশ কুমার	
৪৩.	চিত্রা সেন	কুমহারী ডিষ্টিলারী
৪৪.	ভীমরাও বাগড়ে	

	নাম	কর্মস্থল
৪৫.	পি, সূর্যবাহু	স্কুলকর্মী
৪৬.	রাজুলাল নিষাদ	
৪৭.	অমর সিংহ	
৪৮.	এম, বি, কানন	
৪৯.	শ্রবণ কুমার	এম, সি, সি, জামুল
৫০.	চিত্র	
৫১.	রামায়ণ	
৫২.	গুলাব সিং	
৫৩.	অমর সিং	
৫৪.	ছিটলাল	এম, সি, সি
৫৫.	উত্তম কুমার	
৫৬.	ভারতী রায়চন্দ্র	সিমপ্লেক্স ইঞ্জিরিয়ারিং
৫৭.	পুন্নুরাম চন্দ্রবংশী	
৫৮.	লোচন কুমার	বি, কে, কাষ্টিং
৫৯.	সুরেশ কুমার	
৬০.	জুম্মন	
৬১.	আদিল	
৬২.	রতীরাম	
৬৩.	আশিষ বংশীলাল	
৬৪.	জোধন সাহু	
৬৫.	জি, রত্রী	

এদের মধ্যে পুলিশ ৩৫ জনকে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করে।